Rs. 1.00

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY

মূল্য ঃ ১টাকা

মাসিক

Vol : II Issue : IX 15th DECEMBER, 2013 অগ্রহায়ণ, ১৪২০, বার্ষিক মূল্য-১০টাকা RNI No WBBEN/2012/46375

গত ২০শে নভেম্বর,২০১৩ শারদীয়া মিলন উৎসব উপলক্ষ্যে মঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন গৌতম চ্যাটার্জী, তবলায় সঙ্গত করছেন শঙ্কর গাঙ্গুলী, মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন সংস্থার সম্পাদক দীপেশ মিত্র।

ছবি ঃ পুরবী দাস

সেই নিম্নে নেমে এসো, নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ

উজ্জ্বল বসু

বুদ্ধদেব বসু আক্ষেপ করেছিলেন যে, 'রবীন্দ্রনাথ চিন্তাহীন মাল্যচন্দনে ভূষিত'। এই খেদোক্তির সারসত্যটা ছিল এই যে, রবীন্দ্রচর্চায় না প্রবেশ করেই স্তুতিবাদে নিমজ্জিত হওয়ার প্রবণতা বড়ই প্রকট। তাঁর "সঙ্গ, নিঃসঙ্গতা: রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে এ বিষয়ে বারম্বার ফিরে গেছেন। আমাদের অভিপ্রায়, সন্তর্পণে স্তুতিবাদ বা আইডলেট্রি পাশ কাটিয়ে মরমী কবি-নাট্যকার - গদ্যকার-গীতিকার রবীন্দ্রনাথের অবস্থানটি তুলে ধরা।

'রক্তকরবী' নাটক ও তার সারসত্যের সমর্থন অন্যান্য সূত্রে আমরা খুঁজে নিতে পারি। সারসত্যটি হল: সোভিয়েত ভ্রমণের (১৯৩০) মানসিক প্রস্তুতি তৈরীই ছিল প্রায় এক দশক আগে থেকেই যখন তিনি 'রক্তকরবী' রচনায় প্রয়াসী হন। ১৯২৪-এর অক্টোবরে 'রক্তকরবী' প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসরের শুরুতে লেনিন প্রয়াত হন (২১শে জানুয়ারী ১৯২৪, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ)। আপতিক বা Conincidental মনে হলেও, এই সময়কালে রবীন্দ্র-লেখনী-নিঃসৃত রচনাগুলি শ্রমিক - কৃষকদের জীবনবোধকে তুলে ধরে। তুলে ধরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বসমাজের ওলোট পালটের ছবি।

বিশ শতকের প্রথম দশকেই কায়িক শ্রমের মাহাত্ম্য রবীন্দ্রনাথকে আচ্ছন্ন করে। শিলাইদহে পারিবারিক জমিদারিতে শ্রমনিষ্ঠ কৃষকদের জীবনসংগ্রাম তাঁর মনে শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়ে তোলে। নিজে জমিদার শ্রেণীভুক্ত হয়েও তিনি শোষিত কৃষক কুলের জীবনের শরিক হয়ে উঠেছেন। ১৯১০ সালে 'ধূলামন্দির' কবিতায় তিনি শ্রমিক-কৃষকের জীবনসংগ্রামকে নন্দিত করেন। এই নন্দিত খুবই দেড় দশক বাদে রচিত 'রক্তকরবী' নাটকের মূল উপজীব্য হয়ে উঠেছে। 'মাঠে -ঘাটে-বাটে' তাঁর জীবনদেবতার বিচরণ। দেবালয়ের অন্ধকার সংগোপনে দেবতার অধিষ্ঠান নয়। সম্পূর্ণ কবিতাটিতে রবীন্দ্রভাষ্যে

গোটা বিষয়টা সহজসুরে ধরা দিয়েছে।

কোনরূপ টিকামাত্রই অকিঞ্চিৎকর।

ধূলামন্দির

ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে।

রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে।

এইখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রস্তাবনায়' একটু ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছেন: 'মাটি খুঁড়ে যে পাতালে খনিজ ধন খোঁজা হয়, নন্দিনী সেখানকার নয়,-মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের, যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের সেই সহজ সৌন্দর্যের।' এই ব্যাখ্যাটুকু গানটির মর্মস্থলের স্পন্দন। এই গান আমাদের ধরিত্রির মাধুর্যে মুগ্ধ করে। পাতালের ধনাঢ্য নিঃসীম অন্ধকারে টানে না।

১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ সিংহল, চিন এবং দক্ষিণ আমেরিকায় শ্রমজীবী মানুষের সান্নিধ্য লাভ করেন। সংগ্রামী মানুষের শক্তিতে বিশ্বস্ত তাঁর চেতনা ঋদ্ধ হয়। 'রক্তকরবী' সেই ঋদ্ধতার বলিষ্ঠ প্রকাশ:

"কিশোর! সমস্তদিন তো কেবল সোনার তাল খুঁড়ে আনি, তার মধ্যে একটু সময় চুরি করে তোর জন্যে ফুল খুঁজে আনতে পারলে বেঁচে যাই।...

বিশু তোমাকে গান শোনায়, সে তার নিজের গান।

এখন থেকে তোমাকে আমি ফুল জোগাব, এ আমারই নিজের ফুল"

'রক্তকরবী-র 'প্রস্তাবনা'-য় কবি- নাট্যকারের ইতঃস্তত ছড়িয়ে-থাকা মন্তব্যগুলি একত্র করলে পাই:

'রামায়ণ রূপক নয়, আমার রক্তকরবীর পালাটিও রূপকনাট্য নয়। রাম ও রাবণ একদিকে দুই মানুষের ব্যক্তিগত রূপ, আরেকদিকে মানুষের দুই শ্রেণীগত রূপ। আমার নাটকও একই কালে ব্যক্তিগত মানুষের আর মানুষগত শ্রেণীর। বাল্মীকির রামায়ণকে ভক্ত পাঠকেরা সত্যমূলক বলে স্বীকার করেন। আমার পালাটিকে যাঁরা শ্রদ্ধা করে শুনবেন তাঁরা জানবেন এটিও সত্যমূলক। রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' বলে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ।

কিশোর। এই সত্যটি কর, নন্দিনী, আমার হাত থেকেই রোজ সকালে ফুল নিবি।

নন্দিনী। আচ্ছা, তাই সই। কিন্তু তুই একটু সামলে চলিস কিশোর । না, আমি সামলে চলব না, চলব না। ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই রোজ তোমাকে ফুল এনে দেবো।

(এই কিশোরের মধ্যে যদি কেউ শহীদ সুদীপ্ত গুপ্তকে খুঁজে পান, তাহলে কবি-কথিত 'সত্যমূলক' পালাটি আজকের বাস্তব অভিজ্ঞতার দৃপ্ত চেতনায় অনুরণিত হয়ে ওঠে না কি ?)

সোভিয়েত ভ্রমণের অব্যবহিত পরেই রবীন্দ্রনাথ হাত দেন 'রথের রশি' নাটকটি রচনায় (১৯৩২)। নাটকটির একেবারে শেষে সমাজ-ব্যবস্থার ওলোট-পালোটের আশ্বাস সুস্পষ্ট । সমাজের নিচু শ্রেণি ওপরে উঠে আসবে। তাৎপর্যময় হল এই আশ্বাস ধ্বনিত হচ্ছে কবি-কণ্ঠে।

অর্থাৎ, সত্যস্রষ্টার অনুধাবনে:

তার পরে কোন্ - এক যুগে কোন্ একদিন আসবে উলটোরথের পালা। তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া।

এই বেলা থেকে বাঁধনটাতে দাও মন—

রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধুলোয় ফেলো না;

রাস্তাটাকে ভক্তিরসে দিয়ো না কাদা করে।

আজকের মতো বলো সবাই মিলে-

যারা এতদিন মরে ছিল, তারা উঠুক বেঁচে;

যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে, তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।

সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণের পর ১৯৩১-এ প্রকাশ পায়। 'রাশিয়ার চিঠি'। এর ছত্রে ছত্রে শোষিত-বঞ্চিত মানুষের উত্থানে, সোভিয়েতের জয়যাত্রায়, কবির মন উদ্দীপিত, অথচ একটা সময় ছিল, যখন সোভিয়েথের পার্টিজান - উত্থানকে তিনি হিটলার, মুসোলিনী ও জাপানের কু-ক্লুক্স-ক্লানের সংগে গুলিয়ে ফেলেছিলেন। পার্টিজানদের অভিযান যে মানুষের অধিকারের জয়যাত্রা ছিল তা বুঝতে তাঁর সময় লেগেছে। পশ্চিমী সংবাদ- মাধ্যমে ছাপা সংবাদ ঐ রূপ ভ্রান্তি তৈরী করে। ধীরে ধীরে মৌলিক নথি তাঁর হস্তগত হয়। সোভিয়েত 'তীর্থ দর্শন' - এর অভিজ্ঞতা তাঁকে সামাজিক-সাম্যের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করে। 'রাশিয়ার চিঠি'

তারই জ্বলন্ত দলিল—

"মুশকিল এই, দয়া করে কোনো স্থায়ী জিনিস করা চলে না; বাইরে থেকে উপকার করতে গেলে পদে পদে তার বিকার ঘটে। সমান হতে পারলে তবেই সত্যকার সহায়তা সম্ভব হয়। যাই হোক, আমি ভালো করে কিছুই ভেবে পাইনি, অথচ অধিকাংশ মানুষকে তলিয়ে রেখে, অমানুষ করে রেখে, তবেই সভ্যতা সমুচ্চে থাকবে এ কথা অনিবার্য বলে মেনে নিতে গেলে ধিক্কার আসে"।

"আপাতত রাশিয়ায় এসেছি-না এলে এ জন্মের তীথদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত। এখানে এরা যা কান্ড করছে তার ভালোমন্দ বিচার করবার পূর্বে সর্বপ্রথমেই মনে হয়, কী অসম্ভব সাহস। সনাতন বলে পদার্থটা মানুষের অস্থিমজ্জায় মনে প্রাণে হাজারখানা হয়ে আঁকড়ে আছে; তার কত দিকে কত মহল, কত দরজায় কত পাহারা, কত যুগ কত ট্যাক্সো আদায় করে তার তহবিল হয়ে উঠছে পর্বতপ্রমাণ। এরা তাকে একেবারে জটে ধরে টান মেরেছে; ভয় ভাবনা সংশয় কিছুই মনে নেই। সনাতনের গদি দিয়েছে ঝাঁটিয়ে, নূতনের জন্যে একেবারে নূতন আসন বানিয়ে দিলে"।

"তার পরে আমাকে দেখাতে চাইলে কাকেওরা বলে সজীব সংবাদপত্র। একটি মেয়ে বললে, 'দেশের সম্বন্ধে আমাদের অনেক খবর জানতে হয়, আমরা যা জানি তাই আবার অন্য সবাইকে জানানো আমাদের কর্তব্য। কেননা, ঠিকমত করে তথ্যগুলিকে জানতে এবং তাদের সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারলে তবেই আমাদের কাজ খাঁটি হতে পারে।"

(রবীন্দ্রনাথের দেশে একুশ শতকের বাজার অর্থনীতির বিশ্বায়িত প্রতিবেশে চিটফান্ডের জাল-জোচ্চুরির টাকায় সংবাদের নামে মিথ্যার বেসাতির রমরমা চলছে।)

মৃত্যুর মাস ছয়েক আগেও (৯ই আগষ্ট ১৯৪১) তাঁর লেখনী পদানত মানবতার মহিমা কীর্তনে ঝলসে ওঠে, লিখলেন 'ঐকতান' (২৮শে জানুযারি, ১৯৪১), লিখলেন 'ওরা কাজ করে' (১৩ই ফেব্রুয়ারি,১৯৪১):

ঐকতান

চাষি খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল—
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার,
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গনের ধারে;
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা-
আমার স্তরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।।

রবীন্দ্র সাহিত্য সাধারণ মানুষের ব্যথাতুর জীবনের রেখাগুলি স্পষ্টতর হয় (বাঁশি, সাধারণ মেয়ে, ক্যামেলিয়া, গল্পগুচ্ছের গল্প ইত্যাদি) সন্ত কবির উপনিষদীয় অনুধ্যানের জাল রবীন্দ্রনাথ বেরিয়ে আসেন। বুদ্ধদেব বসুরাও তাঁকে 'Poet's Poet' শ্রমশক্তির কর্ম প্রবাহে সাম্রাজ্যবাদী দম্ভ পরাভব মানে।

(স্থা নাভাবে লেখক উদ্বৃতি কবিতাগুলি মুদ্রিত করা গেল না- সম্পাদক)

শারদীয় মিলনোৎসব এর বিবরণ

১৩ই নভেম্বর ২০১৩ বুধবার বিকেল ৫টায় রায়নগর বাঁশদ্রোনী অফিসে শারদীয় মিলনোৎসবের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র জয় ইউনিয়ন এবং বেথুন ইন্সটিটিউটের বিভিন্ন কার্যক্রম ব্যাখ্যা করেন। তারপর ডাঃ কৃষ্ণা হালদার এর উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সুচনা হয়।

সভাপতি পেলব মুখার্জী উপস্থিত সকলকে অভিবাদন জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন শারদ উৎসব শেষ হয়েছে। আনোয়ার শাহ রোডের অনুরূপ কার্যক্রম রায়নগর বাঁশদ্রোনীতে সংগঠিত করার জন্য ৫ বছর যাবৎ চেষ্টা করছি, কিন্তু তেমন ভাবে আমরা অগ্রসর হতে পারিনি। এখনও আনোয়ার শাহ রোড অফিস থেকে পরিচালনা করা হচ্ছে। বাঁশদ্রোনীতে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং নতুন কমিটি গঠনের জন্য চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে প্রবীণদের কল্যানের জন্য আমরা কাজ করে চলেছি। তিনি জানান সংস্থার পক্ষ থেকে আমরা প্রতি মাসে 'প্রবীণবার্তা নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করি এবং তা সংস্থার সদস্য, প্রবীণদের বিভিন্ন সংগঠন সহ অন্যদের নিকট পাঠানোর ব্যাবস্থা করা হয়েছে। সকলের সহযোগীতা কামনা করে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।

তারপর সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র সংস্থার কাজকর্মের কথা

বর্ণনা করেন। তিনি বলেন আপনাদের সহযোগীতা ছাড়া সংস্থা সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। আমরা প্রবীণদের জন্য কাজ করি। আমাদের সীমিত ক্ষমতা নিয়ে প্রবীনদের কল্যাণের জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছি। এখানে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে নতুন কমিটি গঠন করার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। শারদীয় মিলনোৎসবের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে তা অদ্যকার সভায় বক্তব্য রাখার জন্য শ্রী রাম রমন ভট্টাচার্য্য এর নাম রাখা হয়েছিল। তিনি অসুস্থ থাকার জন্য উপস্থিত হতে পারেননি।

আলোচনার পর সঙ্গীত পরিবেশন করেন কবিতা মুখার্জী। তারপর একে, একে সঙ্গীত পরিবেশন করেন অপরাজিতা মুখার্জী, গৌতম চ্যাটার্জী। সঙ্গীতের পর আবৃতি পরিবেশন করেন ডাঃ কৃষ্ণার্জ্জুন মুখার্জী। আবৃতির পর সঙ্গীত পরিবেশন করেন ঝুলন মুখার্জী এবং সর্বশেষ সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিশু শিল্পী শ্রীজিতা সরকার। উপস্থিত সকলকে অনুষ্ঠানের প্রসংশা করেন এবং মাঝে মাঝে এধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করার অনুরোধ জানান।

সম্পাদক সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন। সর্বশেষ মিষ্টিমুখের আয়োজন করা হয়।

২০শে নভেম্বর, ২০১৩ বুধবার বিকেল ৫টায় আমাদের আনোয়ার শাহ রোডস্থ অফিসের ২য় তলায় 'বিমল চ্যাটার্জী অডিটোরিয়ামে' শারদীয় মিলনোৎসবের আয়োজন করা হয়। শ্রীপেলব মুখার্জী সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। সভার শুরুতে সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী কাটজুনগর অঞ্চলের আমাদের পরিচালন পরিষদের সদস্য চিত্ত সরকার চৌধুরীর প্রয়ানে শোক প্রকাশ করেন এবং উপস্থিত সকলে ১মিনিট দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন করেন। আমরা একটি শোক প্রস্তাব লিখে তাঁর বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার ব্যাবস্থা করবো। তারপর তিনি উপস্থিত সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। আজ শারদীয় মিলনোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। আমরা প্রবীণদের বিনোদনের জন্য মাঝে মাঝে এধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকি। প্রতি বছরেই আমরা পিকনিকেরও আয়োজন করে থাকি। এ বছরও আযোজন করার চেষ্টা করা হবে। সাধারণতঃ জানুয়ারীর শেষে বা ফেব্রুয়ারী মাসে আয়োজন করা হয়ে থাকে। প্রবীণদের কল্যানের জন্য আমরা আর যে ধরনের কাজকর্ম করে থাকি তারও বর্ণনা দেন। তারপর সঙ্গীতানুষ্ঠান উপভোগ করার আহ্বান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

তারপর শুরু হয় সঙ্গীতানুষ্ঠান প্রথমেই সঙ্গীতপরিবেশন করেন। ডাঃ কৃষ্ণা হালদার এরপর সঙ্গীত পরিবশেন করেন গৌতম চ্যাটার্জী। সঙ্গীতের পর আবৃতি পরিবেশন করেন গৌতম রায় চৌধুরী। আবৃতির পর আবার সঙ্গীত পরিবশেন করেন শিশু শিল্পী অরিত্রী রায়। সঙ্গীতের পর কবিতা পাঠ করেন সুনীল সরকার। কথিকার পর একে একে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রাবণী ভট্টাচার্য্য শিপ্রা ব্যানার্জী। সমস্ত অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য হয় এবং উপস্থিত সকলে তা উপভোগ করেন। সবশেষে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন শ্রী সনৎ লাহিড়ী। তিনি বলেন আপনাদের বিনোদনের জন্য মাঝে, মাঝে আমরা এধরনের অনুষ্ঠান করে থাকি। আগামী অনুষ্ঠান সমুহে সকলকে উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানান। প্রবীণদের কল্যাণের জন্য আমাদের এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আপনাদের সকলের সহযোগিতা নিয়েই আমরা এগিয়ে চলছি।

দীর্ঘ সময় বসে অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন। অনুষ্ঠান শেষে মিষ্টি মুখের আয়োজন করা হয়।

বেথুন ইন্সটিটিউটের শ্রদ্ধার্ঘ

চিত্ত সরকার চৌধুরী

জন্ম — ২৭শে জানুয়ারী ১৯৩৫,

মৃত্যু — ২০ শে নভেম্বর ২০১৩

বেথুন ইন্সটিটিউটের শ্রদ্ধার্ঘ

শ্যামলী গুপ্ত

জন্ম — ১লা জুন ১৯৪৫,

মৃত্যু— ২৫ শে নভেম্বর ২০১৩

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriarics Research & Rehabilitation Centre. Ph. : 033 2473 9642, 033-2414 7777 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700045, Editor - Sri Dipesh Mitra.